দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 16 NOV 2007 পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

প্রধান উপদেষ্টার কাছে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পেশ

ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিই ঢাবি'র ঘটনার কারণ

বন্দী ৪ শিক্ষকের ব্যাপারে সরকারকে নমনীয় হওয়ার সুপারিশ

ইনকিলাব : তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়ার পর বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখেন

শাহজাহান ভূঁইয়া : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিংস ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের কাছে জমা দিয়েছে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকালে কমিশনের প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান এ রিপোর্ট জমা দেন। ১৫০ পৃষ্ঠার তদন্ত রিপোর্টে সহিংস ঘটনার জন্য একক কোনো দল বা গোষ্ঠীকে দায়ী না করলেও এ জন্য ছাত্র-শিক্ষক রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তিকে প্রধান কারণ হিসেবে দেখানো • পৃঃ ২১ কঃ ৪

লেজুড়বৃত্তিই ঢাবি'র ঘটনার কারণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। রিপোর্টে কারাবন্দী চার শিক্ষকের ব্যাপারে সরকারকে নমনীয় হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি বন্ধ করার কথাও বলা হয়েছে তদন্ত রিপোর্টে। ৫০ দিনের তদন্ত শেষে কমিশন এ রিপোর্ট তৈরী করেছে। কমিশন গঠনের ৮০ দিনের মাথায় গতকাল রিপোর্ট পেশ করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টার কাছে রিপোর্ট জমা দেয়ার পর এক প্রেস ব্রিফিংয়ে কমিশনের প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান বলেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে হুট করে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। ঘটনার পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় কিছুটা বেশী সময় লেগেছে। তদন্ত রিপোর্ট সম্পর্কে তিনি বলেন, কম সময়ের মধ্যে একটি নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। রিপোর্টে কি থাকছে এ ব্যাপারে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে যা যা করা দরকার, রিপোর্টে তা করার সুপারিশ করা হয়েছে।

গত ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সেনা সদস্যদের সঙ্গে এক ছাত্রের কথা কাটাকাটির জের ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর আশপাশে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ২১ আগস্ট সরকার খেলার মাঠ থেকে সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করার ঘোষণা দেয়। সে অনুযায়ী ২৫ আগস্ট বিচারপতি হাবিবুর রহমান খানকে [illegible] এক সদস্যবিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত [illegible] গঠন করা হয়। ২৮ আগস্ট কমিশন তদন্ত শুরু করে। ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার কথা থাকলেও দু'দফায় ৩০ কার্যদিবস বাড়ানো হয়। ৫ নভেম্বর কমিশনের নির্ধারিত কার্যদিবস শেষ হওয়ার পর আরো ৫ দিন সময় নিয়ে মোট ৫০ কার্যদিবসে কমিশন তদন্ত রিপোর্ট চূড়ান্ত করে। তদন্তের সময় কমিশন ছাত্র-শিক্ষকসহ ১০৪ জনের সাক্ষ্য ও পরামর্শ নিয়েছে। সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে সামরিক বাহিনীর অনেক কর্মকর্তাও আছেন। ১৫০ পৃষ্ঠার এ তদন্ত রিপোর্টে মূল রিপোর্ট রয়েছে ১৩০ পৃষ্ঠাজুড়ে। এতে ঘটনার বিবরণ, দোষীদের চিহ্নিতকরণ ছাড়াও এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে জন্য ৩০টি সুপারিশ রয়েছে।

সহিংস ঘটনার বিবরণ

তদন্ত রিপোর্টে সহিংস ঘটনার বিবরণে বলা হয়েছে, গত ২০ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের ঘটনাটি ছিল আকস্মিক। এর ঠিক পরপরই ছাত্রদের মিছিল করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করাটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। আবেগের বশবর্তী হয়েই অধিকাংশ ছাত্র মিছিলে অংশ নেয়। তারা মনে করেছিল, ক্যাম্পাসের ভেতরে সেনাক্যাম্প থাকার কারণেই এ ঘটনা ঘটেছে। তাই শিক্ষার্থীরা সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু ছাত্রদের দাবী মেনে নেয়ার পরও আন্দোলন থামেনি। পরবর্তীতে শিক্ষকদের বক্তব্যে শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হয়েছে। এর পেছনে রাজনৈতিক ইন্ধনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ছাত্র বিক্ষোভে সমর্থন জানিয়ে শিক্ষকদের বক্তৃতা, শিক্ষকদের মিছিলে ছাত্রদের যোগদান এবং শিক্ষকদের ১৪ দফা ঘোষণা আন্দোলনে গতি দিয়েছে বলে তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে। কমিশনের প্রধান বলেন, এর সঙ্গে রাজনৈতিক শক্তিও জড়িত ছিল। আন্দোলনের এক পর্যায়ে জরুরী অবস্থা তুলে নেয়ার দাবী জানানো হয়। এ দাবী ছিল শিক্ষকদের, ছাত্রদের নয়। শিক্ষকরা দাবীটি ছাত্রদের বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এর পেছনে রাজনৈতিক গোষ্ঠী ছাড়াও বিশেষ কোনো মহলের ইন্ধন ছিল। তবে বিশেষ মহল সম্পর্কে কমিশন প্রধান কিছু বলেননি।

সহিংস ঘটনা এড়াতে কমিশনের সুপারিশ

ছাত্র বিক্ষোভসহ এ ধরনের সহিংস ঘটনা এড়াতে তদন্ত কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৩০টি সুপারিশ করেছে। রিপোর্টে শিক্ষকদের মুক্তির ব্যাপারে সরাসরি সুপারিশ করা হয়নি। শিক্ষকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার কারণে শিক্ষকদের মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে কমিশনের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তবে শিক্ষকদের ব্যাপারে সদয় হওয়া উচিত। রিপোর্টে কি কি সুপারিশ করা হয়েছে জানতে চাইলে বিচারপতি খান বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতিতে কিছুটা বিধিনিষেধ আরোপের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়েছে। রাজনীতি তারা করতে পারেন, তবে সেটা ক্যাম্পাসের বাইরে রাখা উচিত। ভেতরে টেনে আনলেই শিক্ষার পরিবেশ আর থাকে না। ছাত্র সংসদ নির্বাচনও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিমুক্ত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। তবে অধিকারভিত্তিক রাজনীতি চালু রাখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-ও হল সংসদ নির্বাচন চালু করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের '৭৩-এর অধ্যাদেশ পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে তদন্ত রিপোর্টে। এ ব্যাপারে বিচারপতি খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ১৯৭৩ সালে প্রণীত। এ অধ্যাদেশের ৫৬(২) ধারায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানকারী যেকোনো ব্যক্তি তার ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো সংগঠনের সঙ্গে যোগ দিতে পারবেন। এ আইনের বলে শিক্ষক-কর্মচারীরা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। একইভাবে রাজনৈতিক দল পরিচালিত হওয়ার জন্য ১৯৭৬ সালের 'পলিটিক্যাল পার্টি রেগুলেশন' পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। এ আইনে বলা হয়েছে, প্রতিটি দলের ভেতরে একাধিক অঙ্গসংগঠন থাকবে। এ আইনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছাত্ররা যুক্ত হয়। কমিশনের সুপারিশে এ ধারাটিও সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার জন্য ক্যাম্পাস পুলিশ গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশেই এ ধরনের পুলিশ বাহিনী রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে থেকে এরা কমিউনিটি পুলিশের মতো কাজ করে। তারা ক্যাম্পাসের ভেতরেই দায়িত্ব পালন করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিচয়পত্র বহনের সুপারিশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন [illegible] প্রয়োজনে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।